কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় স্কুলছাত্র নিহত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ট্রেনের ধাক্কায় ফাহাদ হাসান (১৩) নামের এক স্কুল শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে। নিহত শিক্ষার্থী কোটচাঁদপুর উপজেলার রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে ও স্থানীয় এলাঙ্গী মফেজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বুধবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে বাড়ির পাশের রেলক্রসিং পার হতে গেলে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা চিলাহাটিগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়। ট্রেনের ধাক্কায় মোটরসাইকেল ছিন্নভিন্ন ও ফাহাদের শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয়।

এলাঙ্গী মফেজ উদ্দীন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (আইসিটি) রবিউল ইসলাম জানান, ফাহাদ হাসান সকালে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ির পাশে রেলক্রসিং পার হয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। সে মোটরসাইকেল নিয়ে রেললাইনের উপর গেলে দ্রুতগামি ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়।

কোটচাঁদপুর থানার ওসি সৈয়দ আল মামুন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, স্কুল শিক্ষার্থী ফাহাদ সকালে একটি ডিসকভারি-১০০ মোটরসাইকেল নিয়ে রেললাইনের উপর গেলে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মরদেহ গ্রামবাসি তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। এখন রেলওয়ে যশোর থানার পুলিশ মরদেহ সুরতহালের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে যোগ করেন ওসি।

কোটচাঁদপুরে ধর্ষন মামলায়

একজন আটক

অবশেষে ধর্ষনের অভিযোগে মামলা হয়েছে থানায়। গেল (২৪-০২-২৪)শুক্রবার রাতে এ মামলা করেন,ভুক্তভোগী ওই নারী। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ মানিক হোসেন
(২২) নামের এক যুবক আটক করেছেন।

শনিবার সকালে তাকে আদালতে পাঠিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন,থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল- মামুন। সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার চানপাড়া গ্রামের মশিয়ার রহমানের ছেলে মানিক হোসেন (২২)। সে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের ছাত্র। অন্যদিকে ওই গ্রামের নায়েব আলীর স্ত্রী ওই নারী। সে সুবাদে দেখা শোনা ও কথা হত তাদের।

একপর্যায়ে গভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে তাদের মধ্যে। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর গেল ৬ মাস আগে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে নায়েব আলীর সঙ্গে। এরপর থেকে মানিককে বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে ওই নারী। সেই থেকে ছল চাতুরী করতে থাকেন মানিক হোসেন।
গেল বৃহস্পতিবার বিয়ের পীড়িতে বসেন সে।

এ খবর পেয়ে ওই নারী শুক্রবার কোটচাঁদপুর থানায় তাঁর নামে ধর্ষনের অভিযোগ করেন। এরপর পুলিশ তাকে থানায় আসতে বলেন। জিজ্ঞেসাবাদে স্বীকার করেন সব কিছু।

শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে দরকষাকষি। যা চলে গভীর রাত পর্যন্ত। এরপর রাত ১২ টার দিকে ওই নারী বাদি হয়ে থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০/(২০০৩) এর ৯ (১) ধারায় মামলা করেন।

ওই মামলায় শনিবার সকালে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশ মানিক হোসেন কে আদালত পাঠিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন,কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) স্বপন কুমার।

তিনি বলেন,মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে। তদন্তের পর প্রকৃত ঘটনা বলা সম্ভব হবে।

কোটচাঁদপুরে হাজী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে উপজেলা হাজী সমিতির উদ্দ্যেগে ১৯তম হাজী সম্মেলন ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৪ ফেব্রয়ারী) স্থানীয় সরকারী পাইলট হাইস্কুল চত্ত্বরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এ হাজী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন হাজী সমিতির সভাপতি মোঃ গোলাম রসুল। হাজী সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনুছুরজ্জামান মান্নুর সঞ্চলনায় এ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন,হাজী অধ্যক্ষ মহসীন আলী, প্রফেসর হাজী মোঃ ফয়জুর রহমান,হাফেজ মোঃ নুরুন্নবী আশেকী, হাজী মাওলনা শাহজাহান আলী, হাজী রেজাউল বিশ্বাস, দিগান্তবানী সম্পাদক আলহাজ মুহাঃ শাহজামান,আলহাজ্ব মোঃ অহেদ আলী প্রমূখ।

কোটচাঁদপুরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ

ডামি নির্বাচনে ডামি সরকারের আমলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান খুন, ধর্ষণ, গ্যাস ও জ্বালানী সংকটের প্রতিবাদ এবং গণতন্ত্র ও মানবাধিকার, ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার আহবান জানিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে ‘দেশ বাঁচাও মানুষ বাঁচাও’ স্লোগান সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকায় এ লিফলেট বিতরণ করা হয়।

লিফলেট বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, পৌর বিএনপির সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মীর্জা টিপু, উপজেলা বিএনপির দপ্তর সম্পাদক শহীদুল ভুইয়া, পৌর বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির মিলন, পৌর বিএনপির প্রচার সম্পাদক কাজী মোস্তাক, উপজেলা

যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজ আলম মামুন, পৌর যুবদলের আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ তুফান, উপজেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম ও সদস্য সচিব আবুল কাশেম বাবু, পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক কৃষিবিদ ফিরোজ উদ্দিন মানিক ও সদস্য সচিব মিজান সরকার, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, উপজেলা ছাত্র দলের সদস্য সচিব হুমায়ূন কবির হিরা, উপজেলা মৎসজীবি দলের সদস্য সচিব আজিম হোসেন, পৌর ছাত্র দলের সদস্য সচিব ফজলে রাব্বি, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শরিফুল ইসলাম শান্ত,রিয়ন আহমেদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনির হোসেন টুটুল, রিয়াজ হোসেন বেনজামিন, নাহিদ হোসেন টিপু, দোড়া ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য মুহিদুল ইসলাম, যুবদল নেতা ইমরান, সোহান, ফয়সল, উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহিদুল ইসলাম সোহেল, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইহাফ আল জাবির, কৃষকদল নেতা কামরুল, সাগর, আলফা প্রমুখ।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুরে নিজের অপকর্ম ঢাকতে আদালতে মিথ্যা মামলা

নিজের অপকর্ম ঢাকতে ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে ঝিনাইদহ আদালতে পাতানো ধর্ম বোনকে দিয়ে ধর্ষণ মামলা করিয়েছেন,সুদে ও মাদক কারবারি তবিবর রহমান এমন অভিযোগ ওই মামলার আসামীদের। মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা থেকে অব্যহতি চেয়েছেন তারা। সংশ্লিষ্টদের নিকট দাবি জানিয়েছেন,সুষ্ঠ তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনেরও।

ওই মামলার আসামিরা অভিযোগ করে বলেন,ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর ইউনিয়নের কন্যা নগর গ্রামের তোফাজ্জেল হোসেন তোতার ছেলে তবিবর রহমান। সে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নিজ বাড়িতে বাইরে থেকে নারীদেরকে নিয়ে এসে পতিতা বৃত্তি করান।

ব্যবসা করান সুদে ও ইয়াবা সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের। সম্প্রতি এ

সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর ওই ঘটনাটি নিয়ে তবিবর আমাদের দোষারোপ করেন। হুমকি দেন ধর্ষণ মামলা দিয়ে ফাঁসিয়ে দেবার। তারই বহির প্রকাশের শিকার হয়েছি আমরা। ওই ঘটনার সঙ্গে আমরা কেউ জড়িত না। তবিবর রহমান তাঁর নিজের অপকর্ম ঢাকতে, পাতানো ধর্ম বোনকে দিয়ে আমাদের নামে আদালতে ওই মিথ্যা মামলা করিয়েছেন।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারী(মঙ্গলবার) ঝিনাইদহের বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণের অভিযোগে ৩ জন কে আসামি করে ওই গৃহবধূকে দিয়ে মামলা করান।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার কুব্রেগাড়ি গ্রামের লাইনপাড়ার সিদ্দিক আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন(৪০), রায়পুর কামারপাড়ার সুখদাসের ছেলে দিলিপ দাস ও কোটচাঁদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে রাসেল হোসেন(৩০) কে।তিনি মামলায় উল্লেখ করেছেন,মোফাজ্জেল হোসেনের সঙ্গে মোবাইলে পরিচয় হয় তাঁর। এরপর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন মোফাজ্জেল হোসেন। একপর্যায়ে আমাকে দেখা করার জন্য প্রস্তাব দেন তিনি ।

সে কথা মত সরল বিশ্বাসে গেল ২০/০১/২০২৪ ইং তারিখে কোটচাঁদপুর কলেজ বাসস্ট্যান্ডে যান। এ সময় আগে থেকে ওতপেতে থাকা আসামি মোফাজ্জেল ও দিলিপ মুখে কালো কাপড় দিয়ে চেপে ধরে জোরপূর্বক মটর সাইকেলের মাঝখানে বসিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরান। এরপর তারা আলোচনা করে পরিকল্পনা অনুযায়ী ধর্ষণের উদ্দেশ্যে আসামী রাসেলের ড্রাগন বাগানের কুড়ে নিয়ে যান।

পরে আসামিরা পর্যায়ক্রমে বাদির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক ধর্ষন করেন। এতে করে গৃহবধূ অচেতন হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফিরলে গেল ২১/০১/২০২৪ তারিখে ভোরে তবিবুর রহমানের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় আসামী মোফাজ্জেল হোসেন গৃহবধূর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করেন। বলেন ঘটনাটি কাউকে না বলার জন্য। বাদী ওই কথায় রাজি না হলে আসামীগণ তাদের কাছে থাকা বাদীর ধর্ষণের আপত্তিকর ছবি ওই গৃহবধূর মোবাইলে দিয়ে টাকা দাবি করেন। এর পেক্ষিতে আসামি দিলিপ দাসের কাছে ৫০ হাজার টাকাও দেন ওই গৃহবধূ । এরপর ও তারা হুমকি ধামকি অব্যহত রেখেছেন।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় মামলা করতে গেলে,পুলিশ আদালতে

কোটচাঁদপুরে এস এস সি ও সমমানের পরিক্ষা সম্পন্ন

উৎসব মুখর পরিবেশে কোটচাঁদপুরে এস এস সি ও সমমানের প্রথম দিনের পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ টি বিদ্যালয় আর ৯ টি মাদ্রাসা থেকে এ বছর পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করেছেন ২৩০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী।

বৃহস্পতিবার ৬ টি কেন্দ্র ও ২ ভেনু কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পরিক্ষা নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা অশোক কুমার সরকার বলেন,এ বছর কোটচাঁদপুরে এস এস সি ও সমমান পরিক্ষায় ৩৩ টি প্রতিষ্ঠানের ২৩০৮ জন ছাত্র ছাত্রী পরিক্ষায় অংশ গ্রহন করেন। যা নেয়া হচ্ছে ৬ টি কেন্দ্র ও ২ টি উপকেন্দ্রের মাধ্যমে।

এসব কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়, কোটচাঁদপুর কামিল মাদ্রাসা, সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমী ও উপকেন্দ্র দারুল উলুম আলীম মাদ্রাসা,তালসার কাজী লুৎফর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উপকেন্দ্র তালসার জিটি কলেজ।

তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার ছিল বাংলা পরিক্ষা। প্রথম দিনের পরিক্ষা উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে পরিক্ষায় অনুপস্থিত ছিল ১৭ জন ছাত্র ছাত্রী।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উছেন মে বলেন,শান্তি পূর্ন ভাবে প্রথম দিনের পরিক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কোথায় কোন ধরনের অনাকাক্ষিত ঘটনা ঘটেনি। এ ছাড়া কোন ছাত্র ছাত্রী বহিস্কারও হয়নি।

ঝিনাইদহে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে স্কুল পড়ুয়া কিশোরীদের সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ প্রদাণ, স্বাস্থ্য সহায়ক উপকরণ বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সকালে উপজেলার শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড’র পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম। এছাড়াও সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন হোসেন, ইরেসপো’র মাঠ সংগঠক রোকসানা ইসলামসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কিশোরীদের সঞ্চয়ে উৎসাহিতকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাদের সংগঠিত করে বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন, যৌতুক বিরোধী, নেতৃত্ব বিকাশ ও ইভটিজিং প্রতিরোধসহ কিশোরীদের বয়ঃসন্ধি সম্পর্কে সচেতনতা শেষে কিশোরীদের স্বাস্থ্য সহায়ক নানা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মেয়েদেরকে অল্পবয়সে বিয়ে দেয়া আর আগুনে ফেলা সমান কথা– জেলা

প্রশাসক

আপনারা নিজেদের স্বার্থে মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দিবেন না। অল্প বয়সে বিয়ে দেয়া মানে, ওই মেয়েকে আগুনে ফেলে দেবার সমান। আপনারা নিজেরা চেস্টায় আয় করে মেয়েদের লেখা-পড়া করান।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের শেরখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কিশোরীদের সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষন, প্রশিক্ষন সামগ্রী বিতরণ ও অভিভাবক সমাবেশে অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহের জেলা প্রাশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এস এম রফিকুল ইসলাম।

উপজেলার দরিদ্র মহিলাদের জন্য সম্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (ইরেসপ্র) এর সহায়তায় ও কোটচাঁদপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ঝিনাইদহের বিআরডিপির উপপরিচালক মুক্তার হোসেন, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা সেলিম রেজা, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি রবিউল ইসলাম, প্রধান শিক্ষক আক্কাস আলী।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, সহকারি পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা (ইরেসপো) আল-আমিন। পরে জেলা প্রশাসক প্রশিক্ষাণার্থীদের হাতে প্রশিক্ষন সামগ্রী তুলে দেন।

এরপর তিনি উপজেলা অফিসার্স ক্লাবের এক মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। আলোচনা করেন,বাল্যবিবাহ,আত্মহত্যা,জঙ্গিবাদ,আইনশৃংঙ্গা বিষয় নিয়ে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বীরমুক্তিযোদ্ধা,মসজিদের ঈমাম,জনপ্রতিনিধিরা।

কোটচাঁদপুরে ৩ জনের নামে পৃথক ৩ টি চিরকুটে চাঁদা দাবি

কোটচাঁদপুরে ৩ জনের নামে পৃথক ৩ টি চিরকুটে চাঁদা দাবি করেছেন

দূর্বৃত্তরা। গত ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে এ চিরকুট দেখতে পান ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় রবিউল ইসলাম বাদি হয়ে আজ শুক্রবার (৯ ই ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় থানায় অভিযোগ করেছেন।

ভুক্তভোগী রবিউল ইসলাম বলেন,৭ তারিখ সকাল ৮.৩০ মিনিট। ওই সময় আমার ছেলের বউ সোনিয়া খাতুন বাড়ির উঠানে কাজ করার সময় ভ্যানের উপর ভাজ করা প্রথম চিঠি দেখতে পান। তাতে আমার কাছে ৩ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। চাঁদা না পেলে প্রাণ নাশের হুমকিও দেয়া হয় ওই চিঠিতে। পাশে আবুল কাশেমের বাড়ির ছাদে কাপড় মেলতে যান সোনিয়া খাতুন। ওখানেও একইভাবে ভাজ করা চিরকুট দেখতে পান। ওই চিরকুটে আবুল কাশেমের কাছে ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়।

ওইদিন জাকির হোসেন ওরফে সুমনের মা রুবিনা খাতুন নিজ ছাদে একই রকম কাগজে লেখা চিরকুট পান। ওই চিরকুটে সুমনের কাছে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। ওই চিঠিতে লেখা ছিল আগামী ২০ তারিখের মধ্যে ওই চাঁদার টাকা পরিশোধ করার কথা। তবে কোথায় কখন এ টাকা দিতে হবে, তা পরবর্তী চিঠি দিয়ে জানানো হবে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন দূর্বৃত্তরা।

এ ব্যাপারে ভুক্তভোগী আবুল কাশেম বলেন,আমার সঙ্গে কারোর কোন শত্রুতা নাই। তবে কে কেন এ ধরনের চিঠি দিল বুঝতে পারছিনা।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানার পুলিশ পরিদর্শক (ওসি) সৈয়দ আল-মামুন বলেন,অভিযোগ পেয়েছি। তবে এটা তেমন কোন চাঁদা চাওয়ার মত ঘটনা না। নিজের ছেলে সহ আরো কয়েক জন ছাদে খেলা করেন। এটা ওই ধরনের ছেলেরা করতে পারে। কারণ এটা খুব কাঁচা হাতের লেখা। চিঠি পড়ে তেমন মনে হয়েছে। রাতে ঘটনাস্থলে যাব। দেখি প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছে।

কোটচাঁদপুরে গ্রাহকের প্রায়

সাড়ে ১২ কোটি টাকা হাতিয়ে নিলো,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে রয়েছে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেট,ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট ও আজিজ কো- অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা হলেও মূল হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকররা ফেরত পাননি ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি ভুক্তভোগীদের।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,গেল ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কোটচাঁদপুরে আল – আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আউটলেটের শাখা খোলা হয়। এই আউটলেট শাখার দ্বায়িত্বে ছিলেন,আহসানগীর (সাবলু)। অল্প দিনেই ব্যাংকের সু-নাম ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে।

সেই সুযোগে ব্যাংকের গ্রাহকদের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন (সাবলু)। অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখান গ্রাহকদের। ওই সময় ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে পৃথক স্ট্যাম্প করে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। এ ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গা ঢাকা দেন আহসানগীর (সাবলু)।

ওই ঘটনায় গ্রাহকদের মধ্যে চুয়াডাঙ্গার ভূট্রো নামের এক যুবক ও কোটচাঁদপুরের আল- আমিন আদালত মামলা করেছেন। গ্রাহক ভূট্রোর মামলায় আদালতে সাজাও হয়েছে আহসানগীরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভুক্তভোগী আল-আমিন।

তিনি বলেন, আহসানগীরের কথামত সরল বিশ্বাসে আমি ব্যাংকে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা দিয়ে ছিলাম। চুয়াডাঙ্গার ভুট্টো নামের আরেক গ্রাহক দিয়ে ছিল ৩০ লাখ। এ ভাবে তিনি ১৩ জন গ্রাহকের কাছ থেকে হাতিয়ে নেন ১১ কোটি টাকা। যার মধ্যে ভূট্রো ও আমি আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছি। এরমধ্যে ভূট্রোর মামলায় সাজাও হয়েছে সাবলুর।

সে মহেশপুর উপজেলার কাকিলা দাড়ি গ্রামের আমিনুর রহমান ছেলে। এরপর ২০১৯ সালে ব্যাংক এশিয়া’র আউটলেট খোলা হয় কোটচাঁদপুরে। ওই সময় ব্যাংকের দায়িত্বে ছিলেন কোটচাঁদপুর শহরের মৃত কাওসার মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম। এরপর ২০২১ সালের ব্যাংকের দায়িত্ব নেন তাঁর

বড় ভাই জেলা পরিষদের সদস্য রাজিবুল কবির (রাজিব)। ওই সময় তাঁর অনুরোধে কোটচাঁদপুর উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের কুয়েত প্রবাসী রোকনুজ্জামান মাসিক মুনাফা সঞ্চায়ী হিসাব খোলা হয়। যার হিসাব নাম্বার ১০৮২৭৪৪০০০০০৮,১০৮২৭৪৪০০০০০৯। পরে ওই হিসাব নাম্বারে ৪০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়। ওই গ্রাহককে বলা হয়েছিল জমাকৃত টাকার প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেবেন ব্যাংক।

সে অনুযায়ী হিসাব নাম্বার গুলিতে ৩ বছরে লভ্যাংশ ও মূলধনসহ প্রায় ৬৩ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা।অথচ ২০২৩ সালের জুলাই মাসে দেশে ফিরে ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে জানতে পারি প্রবাসে থাকা অবস্থায় তার ব্যাংকের ৩ টি হিসাব নাম্বারের টাকা গায়েব হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে ভূক্তভোগী রোকনুজ্জামান (রোকন) এজেণ্ট ব্যাংকিং ডিভিশন,ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ঢাকা,ব্যাংক এশিয়া ঝিনাইদহ শাখা ও বাংলাদেশ ব্যাংকে অভিযোগ দাখিল করেছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

রোকন বলেন,গেল ২০ বছর ধরে কুয়েতে ছিলাম। ২০১৯ সালে দেশে এসে কোটচাঁদপুর ব্যাংক এশিয়া এজেণ্ট ব্যাংকে একটি সঞ্চায়ী হিসাব খুলে লেনদেন করেছিল। যার হিসাব নং-১০৮৩৪৪৪০০৬১০৬। এ সময় এজেণ্ট ব্যাংকিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন কোটচাঁদপুর শহরের মৃত কাওসার মন্ডলের ছেলে মনিরুল ইসলাম। ২০২০ সালের ২ মার্চে ব্যাংক এশিয়ার এজেণ্ট আউটলেটে আরো দুইটি মাসিক মুনাফা সঞ্চায়ী হিসাব খোলা হয়। হিসাব নং- ১০৮২৭৪৪০০০০০৮,১০৮২৭৪৪০০০০০৯। পরে ওই হিসাব নাম্বারে ৪০ লাখ ও ১০ লাখ টাকা রাখা হয়।

আমাকে বলা হয়েছিল জমাকৃত টাকার প্রতি মাসে ৩৫ হাজার টাকা লভ্যাংশ দেবেন ব্যাংক। সে অনুযায়ী হিসাব নাম্বার গুলিতে ৩ বছরে লভ্যাংশ ও মূলধনসহ প্রায় ৬৩ লাখ টাকা জমা হওয়ার কথা। রাজিবুল ইসলাম কোটচাঁদপুরের জগদীশপুর গ্রামের মৃত কাওসার আলীর ছেলে।

এর আগে ২০২০ সালে কোটচাঁদপুরে আজিজ কো-অপারেটিভ কর্মাস এন্ড ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড ৩৭ জন গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় ৭৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে কর্তৃপক্ষ উধাও হয়ে যান। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর গ্রাহকরা টাকা ফেরতের দাবীতে ওই সময় মানববন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচীও পালন করেন।

এ ভাবে গেল ৪ বছরে কোটচাঁদপুর থেকে গ্রাহকের ১২ কোটি ৪২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন,৩ টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ওই ঘটনায় আদালতে মামলা ও হোতারা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। গ্রাহকরা ফেরত পাননি

ব্যাংকে লগ্নি করা টাকা।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।